জনকণ্ঠ

পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের বই এবার
ঠিক সময়ে পাওয়া অনিশ্চিত

জান চৌধুরী

আগামী বছরের শুরুতেই প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বই
পাওয়ার বিষয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে। ৭০ শতাংশ
বই প্রেস থেকে এখনও সরবরাহ হয়নি। বছর শেষ হতে
র কয়েকদিন বাকি। এই সময়ে প্রাথমিক স্তরের সব বই সরবরাহ
ম্ভব হচ্ছে না। ফলে এবারও সারাদেশে যথা সময়ে বই সরবরাহ
য়ে নৈরাজ্য দেখা দিতে পারে। এ জন্য অবশ্য জাতীয় শিক্ষাক্রম
পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের খামখেয়ালিপনাকে দায়ী করছেন সংশ্লিষ্ট
হল। একই সঙ্গে অযোগ্য অনেক প্রকাশনা সংস্থা ও প্রেসকে
ধ্যমিক স্তরের পাঠ্য বই মুদ্রণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।
দিকে বিকৃত ইতিহাসের বই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের হাতে
বারও তুলে দেয়া হচ্ছে। জোট
রকারের সময় মুদ্রিত ওইসব বই
দান পরিশোধন, পরিমার্জন না
রেই পুনরায় মুদ্রণ চলছে।

ছাপা হচ্ছে ইতিহাসবিকৃত বই

তিহাস বিকৃতি শোধনের জন্য বিভিন্ন মহলের দাবিকে পাশ কাটিয়ে
ই ব্যবস্থা করছে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি মহল। ফলে জোট
রকারের শেষ উপহার হিসাবে বিকৃত ইতিহাসের বই কোমলমতি
ন্তদের হাতে পৌঁছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রাথমিক
রে বই সরবরাহ বিলম্বের ব্যাপারে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক
বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. গাজী এহসানুল কবিরের সঙ্গে যোগাযোগ
রা হলে জনকণ্ঠকে তিনি জানান, প্রেস থেকে বই সরবরাহের
মেয়াদ বৃদ্ধি করে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া
য়েছে। এর আগে বই সরবরাহের মেয়াদ ছিল ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
স্তু রাজনৈতিক অস্থিশীলতার কারণে যথা সময়ে প্রেস থেকে বই
রবরাহ করা হয়নি। পরিবহন সঙ্কট ছিল অন্যতম কারণ। পুনরায়
ময়াদ বৃদ্ধি করা হলে কোন সমস্যা হবে না বলে তিনি জানান।
দিকে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, গত নবেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৩০
তাংশ প্রাথমিক স্তরের বই সরবরাহ করা হয়েছে। আগামী ২০
ডসেম্বরের মধ্যে কোন অবস্থায় সব বই সরবরাহ সম্ভব হচ্ছে না।
না। সূত্র জানিয়েছে, মঙ্গলবার থেকে নতুন করে মাধ্যমিক স্তরে
প্রকাশের কাজ শুরু হয়েছে। বেশির ভাগ প্রেস ও প্রকাশনা
ফের ব্যস্ত হয়ে পড়বেন মাধ্যমিক স্তরের বই প্রকাশ নিয়ে।
জানা গেছে, এ বছর প্রাথমিক স্তরে মোট সাড়ে ৫ কোটি
এবতেদায়ী স্তরে এক কোটি ৬০ লাখ পিস বই প্রকাশের ব
হাতে নেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে প্রাথমিক স্তরের বই
৩৩টি এবং এবতেদায়ীর হচ্ছে ৩৪টি বই। ওইসব বই প্রকাশে
গত ৮ জুন দরপত্র আহ্বান করা হয়। ওই মাসের ২৫ তারিখে
দরপত্র ক্রয়ের শেষ সময় এবং জমা দেয়ার সময় বেঁধে দেয়া
জুন পর্যন্ত। গেল ৩১ অক্টোবরের মধ্যে সব বই সরবরাহের
নির্ধারণ করে দেড় শ' প্রেসকে ওই কাজ দেয়া হয়। খোঁজ
জানাগেছে, ওই প্রেসগুলো নির্ধারিত সময়ে মাত্র ৮ শতাং
সরবরাহ করতে সক্ষম হ
সংশ্লিষ্ট মহলগুলো মনে করে
মতো বই প্রকাশ করছে বি
মনিটরিং করার কথা বে
কেন্দ্রীয় মনিটরিং কমিটি প্রতি সপ্তাহে দু'বার সভা করার কথ
নিয়মিত ওই বৈঠক হয়নি। যার ফলে মনিটরিং ব্যবস্থা যথ
হওয়ায় প্রেসগুলো বই প্রকাশের কাজ নিয়ে নির্ধারিত সময়ে
সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।
এদিকে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় পৌনে দু' কোটি বই প্রকাশে
গত সোমবার লটারীর মাধ্যমে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অ
উঠেছে প্রায় ১০টি অযোগ্য প্রকাশনা সংস্থা ও প্রেসকেও
প্রকাশের কাজ দেয়া হয়েছে। অথচ ওই ১০ প্রকাশনা
টেন্ডার কমিটি প্রথমে অযোগ্য বলে চিহ্নিত করেছিল। কিন্তু
বোর্ডের চেয়ারম্যান ওইসব প্রতিষ্ঠানকে কাজ দিয়েছেন
জানিয়েছে, আগামী জানুয়ারি কিংবা ফেব্রুয়ারি নাগাদ
চেয়ারম্যানের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তাঁর
ঠিক রাখার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠানকে নিয়মবহির্ভূত কাজ
হয়েছে। আরও অভিযোগ রয়েছে তিনি বিভিন্ন মহলের দাবি
না করে ইতিহাস বিকৃতির বই সংস্কার না করে পুনরায়